মুজিবনগরে মাদক ব্যাবসায়ির হামলায় যুবক আহত

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুরে চোরাই মোবাইল কেনাবেচা নিয়ে দ্বন্দ্বে যুবকের গলায় চাকু দিয়ে আঘাত করে হত্যার চেষ্টায় হুসাইন নামের এক যুবক আহত হয়েছে। গতকাল বুধবার রাত নয়টার দিকে দারিয়াপুর গ্রামে এঘটনা ঘটে। আহত হুসাইন দারিয়াপুর গ্রামের আকবর আলীর ছেলে।

আহত হুসাইন জানান, গতকাল বুধবার রাতে বিধ্যারপুর গ্রামের মাদক ব্যাবসায়ি আললিনের ছেলে জুয়েল আমার ছোট ভাইয়ের কাছে একটা চোরাই মোবাইল বিক্রি করতে আসে। এসময় আমি আমার ছোট ভাই কে তার কাছ থেকে মোবাইল কিনতে নিষেধ করলে সে উত্তেজিত হয়ে আমার উপর হামলা করে। ঘটনাস্থলে জুয়েল তার কাছে থাকা চাকু বের করে আমার গলায় টান দিয়ে পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা আহত অবস্থায় আমাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতলে নিয়ে এসে চিকিৎসা প্রদান করে।

স্থানীয়রা জানান, জুয়েল একজন মাদক কারবারি সন্ত্রাস। তার বিরুদ্ধে মেহেরপুর ও মজিবনগর থানায় একাধিক মাদক মামলা রয়েছে।

মেহেরপুরে মসজিদের টাকা আত্মসাৎ ও মাটি বিক্রির প্রতিবাদে মানবন্ধন

মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফপুর চালতলাপাড়া জামে মসজিদের অর্থ আত্মসাৎ ও মসজিদের জমির মাটি অবৈধভাবে বিক্রির অভিযোগে কাজী হাবিবুর ইসলাম বাবলুর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) সকাল ১১ টাই জেলা প্রশাসকের

কার্যালয়ের সামনে আশরাফপুর চালতলাপাড়া জামে মসজিদ কমিটি ও এলাকাবাসীর উদ্যোগে এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, কাজী হাবিবুর ইসলাম বাবলু দীর্ঘদিন ধরে মসজিদের অর্থ আত্মসাৎ করে আসছেন। সম্প্রতি তিনি মসজিদের জমির মাটি অবৈধভাবে বিক্রি করে সেই অর্থও আত্মসাৎ করেছেন বলে দাবি করা হয়। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সম্পদ নিয়ে এমন অনিয়ম কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। অবিলম্বে এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তারা।

আশরাফপুর চালতলাপাড়া জামে মসজিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম জাহিদ বলেন, মসজিদের অর্থ আত্মসাৎ ও জমির মাটি বিক্রির মতো অভিযোগ অত্যন্ত দুঃখজনক।

আমরা চাই সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উদঘাটিত হোক এবং দোষীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

আরও বক্তব্য রাখেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল হক,আমদাহ ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবক দলেন সম্পাদক মেহেদী হাসান জনি, তুষার, জাহিদ, ইব্রাহিম হোসেন ও আব্দুল্লাহ আল মামুন।

ছুটির ঘন্টা সিনেমার পুনরাবৃত্তি… তবে শিশুটি সুস্থ উদ্ধার

মেহেরপুর শহরের বিএম মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক উদ্বেগজনক ঘটনা ঘটেছে। তৃতীয় শ্রেণীর এক শিক্ষার্থী সাদিয়া (৮) স্কুল ছুটির পর বাথরুমে আটকা পড়ে দীর্ঘ সময় চিৎকার করেও কোনো সাড়া না পেয়ে প্রাণসংকটে পড়ে। দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকরা স্কুল ভবন ও মূল ফটকে তালা দিয়ে চলে যাওয়ার ফলে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

বুধবার (১৫ এপ্রিল) বিকাল প্রায় চারটার দিকে স্কুল ছুটি হলে

শিক্ষকরা যথারীতি বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। ওই সময় বাথরুমে থাকা সাদিয়া তালাবদ্ধ অবস্থায় ভেতরেই আটকা পড়ে যায়। সময় গড়াতে থাকলে শিশুটি ভয়ে কান্নাকাটি ও চিৎকার শুরু করে। তার চিৎকার স্কুলসংলগ্ন পথচারীদের কানে পৌঁছালে বিষয়টি সামনে আসে।

এদিকে নির্ধারিত সময়েও বাড়িতে না ফেরায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন সাদিয়ার বাবা, পুরাতন পোস্ট অফিস পাড়ার বাসিন্দা মনিরুল ইসলাম। খোঁজ নিতে এসে তিনিও স্থানীয়দের সঙ্গে যুক্ত হন। পরে এলাকাবাসীর সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের মূল ফটক খুলে ভেতরে প্রবেশ করা হয়।

কিন্তু বিদ্যালয় ভবনের কলাপসিবল দরজা ভেঙে বা খুলে শিশুটিকে বের করা সম্ভব না হওয়ায়, স্থানীয়রা এক পর্যায়ে স্কুলের এক শিক্ষিকাকে ডেকে আনেন। প্রায় এক ঘণ্টা উৎকণ্ঠার পর শিক্ষিকা লিনা ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে অবশেষে সাদিয়াকে উদ্ধার করা হয়। এ সময় শিশুটি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ছিল বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান।

ঘটনাটি রাত সাড়ে এগারোটার দিকে জানাজানি হলে গণমাধ্যমকর্মীরা বিদ্যালয়ের অফিসিয়াল নম্বরে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। তবে বিষয়টি জানতে চাইলে ফোন কেটে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে আরো কয়েকজন গণমাধ্যম কর্মী মোবাইল নম্বরটিতে কল দিলেও, আর কোনো কল রিসিভ করা হয়নি। এতে করে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে আরও প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনায় রাত প্রায় বারোটার দিকে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খায়রুল ইসলাম। তিনি স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে ঘটনার প্রাথমিক তথ্য নেন এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও সাড়া পাননি।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, ‘মেয়েটি সুস্থ অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে, এটাই স্বস্তির বিষয়। তবে ঘটনাটি গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে।’

বুহস্পতিবার দুপুরে বি এম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোবিনা খানম বলেন,‘আমাদের ভুলের কারণেই এধরণের ঘটনা ঘটেছে। আমাদের সহকারী শিক্ষক স্কুলের পাশে থাকাই স্থানীয়দের মাধ্যমে স্কুল ছুটির কিছুক্ষণ পরেই বাচ্চাটিকে উদ্ধার করা হয়েছে।’

গাংনীতে ব্র্যাকের কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন ইউএনও

গাংনী উপজেলার বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) আনোয়ার হোসেন। তিনি উপজেলার মালশাদহ এলাকায় অবস্থিত ব্র্যাক এরিয়া অফিস পরিদর্শন করেন।

এ সময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আব্দুল্লাহ-আল-আজিজ।

পরিদর্শনকালে ইউএনও ব্র্যাকের স্বাস্থ্যসেবিকাদের রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং মাঠ পর্যায়ে যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসায় ডটস পদ্ধতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। এ সময় প্রায় ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী উপস্থিত ছিলেন।

তিনি ব্র্যাকের মাধ্যমে যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হওয়া এক রোগীর সঙ্গেও কথা বলেন এবং অন্যদের সচেতন করার পরামর্শ দেন। এ সময় তিনি বলেন, “কোনো ব্যক্তির টানা দুই সপ্তাহের বেশি কাশি থাকলে অবশ্যই কফ পরীক্ষা করাতে হবে।”

এছাড়াও তিনি শিশুদের হাম রোগ সম্পর্কে সচেতনতা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, মাদকবিরোধী সচেতনতা, মোবাইল ফোনের অপব্যবহার এবং সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দেন।

পরিদর্শন শেষে তিনি ব্র্যাক কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং গাংনীতে ব্র্যাকের অন্যান্য কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাকের জেলা সমন্বয়ক শেখ মনিরুল হুদা, এরিয়া ম্যানেজার (প্রগতি) শাহজাহান, উপজেলা অ্যাকাউন্টস ম্যানেজার সমীর কুমার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার (দাবি) আশরাফুল ইসলাম, প্রোগ্রাম অফিসার আক্তার হোসেনসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

উল্লেখ্য, ব্র্যাক বাংলাদেশে যক্ষ্মা (টিবি) নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সংস্থাটি রোগী শনাক্তকরণ,

চিকিৎসা প্রদান, বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ এবং ফলোআপসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে।

গাংনীতে শয়নকক্ষ থেকে নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামে নিজ শয়নকক্ষ থেকে তাজমিরা খাতুন
(২০) নামের এক নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে স্থানীয়রা।

ঘটনাটি ঘটেছে আজ বুধবার মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের তেরাইল পশ্চিমপাড়ার আবু হুরায়রার বাড়িতে। নিহত তাজমিরা খাতুন আবু হুরায়রার মেয়ে।

স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, তাজমিরা খাতুন বেশ কয়েক বছর ধরে মানসিক বিষণ্নতায় ভুগছিলেন। এ কারণে তার দাম্পত্য জীবনেও ভাঙন দেখা দেয় এবং স্বামীর সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটে।

প্রতিদিনের মতো গতকাল রাতে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া শেষে তিনি নিজ শোবার ঘরে ঘুমাতে যান।

পরদিন সকাল সাড়ে ৮টা পর্যন্ত ঘুম থেকে না ওঠায় পরিবারের সদস্যরা তাকে ডাকাডাকি করেন। কিন্তু ঘরের দরজা না খোলায় স্থানীয়দের সহায়তায় দরজা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করা হয়। এ সময় ঘরের আড়ার সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় তাজমিরাকে দেখতে পেয়ে তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) শ্যামা পদ বলেন, তেরাইল পশ্চিমপাড়ায় তাজমিরা খাতুন নামের এক নারী ঘরের আড়ার সঙ্গে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন এমন খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে।

মুজিবনগরে বর্ণাঢ্য র্যালি ও পান্তা উৎসবে বিএনপির নববর্ষ উদযাপন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে উৎসবমুখর পরিবেশে বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উদযাপিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৮টায় মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য র্যালি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পান্তা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

বর্ষবরণ উপলক্ষে উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য বৈশাখী শোভাযাত্রা উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে উপজেলার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় উপজেলা বিএনপি কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়।

সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পান্তা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিএনপি ও এর অঙ্গ-সংগঠন যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, কৃষক দল এবং ছাত্রদলের সর্বস্তরের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

বৈশাখী শোভাযাত্রা ও পান্তা উৎসবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হাজী মশিউর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক হারুনুর রশিদ, বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম, দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হাফিজুর রহমান, মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল হক কালু এবং উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনারুল ইসলাম।

এছাড়াও জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম সালাউদ্দীন, সরকারি কলেজ ছাত্রদলের আহবায়ক লিংকন, বিএনপি নেতা জহিরুল ইসলাম সাজু, নিয়ত, ওমর ফারুকসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি ও জাতীয় ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। শেষে উপজেলা বিএনপি কার্যালয়ে ঐতিহ্যবাহী পান্তা উৎসবের মধ্য দিয়ে উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

মুজিবনগর সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে বৈশাখী শোভাযাত্রা

মেহেরপুর শহরে মুজিবনগর সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে বর্ণাঢ্য বৈশাখী শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে সংস্থার সাধারণ সম্পাদক মোঃ রাজু হোসেনের নেতৃত্বে সংস্থার প্রধান কার্যালয় থেকে বৈশাখী শোভাযাত্রা শুরু হয়। শোভাযাত্রাটি পৌর শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় প্রধান কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়।

পরে সংস্থার কার্যালয়ে বাংলা নববর্ষের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও তাৎপর্য তুলে ধরে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সঞ্চালনা করেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক মোঃ রাজু হোসেন এবং সভাপতিত্ব করেন সংস্থার সভাপতি শফিকুল ইসলাম (কান্ত)। সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ বাংলা মাসের প্রথম দিন। এ দিনটি বাঙালির ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তিনি পহেলা বৈশাখের তাৎপর্য সংস্থার সদস্যদের মাঝে তুলে ধরেন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সংস্থার কোষাধ্যক্ষ সজল আমিন, নির্বাহী সদস্য মোঃ আলী হোসেন, নির্বাহী সদস্য কুলসুম খাতুন, সদস্য আফরোজা সুলতানা, তামিম, হামজাসহ সংস্থার অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

গাংনীতে নানা আয়োজনের পালিত

হচ্ছে বাংলা নববর্ষ

নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরের গাংনীতে পালিত হচ্ছে বাংলা নববর্ষ। এ উপলক্ষে আজ মঙ্গলবার সকাল ৭টার দিকে উপজেলা প্রাঙ্গণে জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন শেষে একটি মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করা হয়।

মঙ্গল শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন। শোভাযাত্রাটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ উত্তম কুমার দাস, পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলাসহ উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সদস্য, সরকারি-বেসরকারি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।

এছাড়াও পান্তা-ইলিশ ও লোকজ সাংস্কৃতিক উৎসবসহ দিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

নানা আয়োজনে মেহেরপুরে পহেলা বৈশাখ উদযাপন

মেহেরপুরে গ্রামবাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধারণ করে বর্ণাঢ্য আয়োজনে উদযাপিত হলো পহেলা বৈশাখ। এবারের বৈশাখের প্রতিপাদ্য ‘নববর্ষের ঐকতান, গণতন্ত্রের পুনরুত্থান’।

মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) সকাল ৮টার দিকে জাতীয় সংগীত এবং ‘এসো হে বৈশাখ’ সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়া হয়। এরপর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে একটি বর্ণিল বৈশাখী শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়।

এতে অংশ নেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খায়রুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসানসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনের সদস্যরা।

শোভাযাত্রাটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে গিয়ে শেষ হয়। এ সময় নানা রঙে ও নানান সাজে সজ্জিত হয়ে নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা উৎসবে অংশ নেয়।

পরে সেখানে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। একই সঙ্গে বেলুন উড়িয়ে ও ফিতা কেটে বৈশাখী মেলার উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়।

দিনব্যাপী জেলার বিভিন্ন স্থানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মেলা এবং ঐতিহ্যবাহী খাবারের আয়োজনের মধ্য দিয়ে বাংলা নববর্ষ উদযাপন করা হয়।

মেহেরপুরে সপ্তাহের ব্যবধানে সবজির দাম দ্বিগুণ, দিশেহারা ক্রেতারা

সপ্তাহের ব্যবধানে উৎপাদন এলাকায় সবজির দাম অস্বাভাবিক হারে বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে, যা হাতবদল হয়ে খুচরা বাজারে আরও চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে।

কৃষিনির্ভর মেহেরপুরে হঠাৎ করেই সবজির দামে নাভিশ্বাস অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে ভোক্তাদের। বাজারে গিয়ে বাড়তি দামে হতাশ হয়ে পড়ছেন ক্রেতারা।

ভোক্তাদের অভিযোগ, ব্যবসায়ীরা কোনো অজুহাত পেলেই দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়িয়ে দেন। আর প্রশাসন শুধু নামেমাত্র বাজার

মনিটরিংয়ের কথা বললেও এর তেমন কোনো প্রভাব বাজারে পড়ছে না।

অন্যদিকে ব্যবসায়ীদের দাবি, কৃষকদের কাছ থেকে অধিক দামে সবজি কিনতে হচ্ছে তাদের। তাছাড়া তেল সংকটের কারণে পরিবহন খরচ বেড়েছে। পাশাপাশি হাট ইজারা ও অন্যান্য খরচ বিবেচনা করে তারা দাম বাড়াতে বাধ্য হচ্ছেন।

কৃষকরা বলছেন, সার, বীজসহ সবকিছুর দাম বেড়েছে। বর্তমানে তেল সংকটের কারণে সেচ খরচও বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে উৎপাদন খরচ অনেক বেড়ে গেছে, তাই দাম বাড়াটা স্বাভাবিক।

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নিয়মিত বাজার মনিটরিং করা হচ্ছে। কোনো ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট করে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সোমবার জেলার ঐতিহ্যবাহী বামন্দী বাজার ঘুরে দেখা যায়, ৬০ টাকা কেজির পটল বিক্রি হচ্ছে ১০০ টাকা, ৪০ টাকার বেগুন ১২০ টাকা, ৪০ টাকার শসা (খিরা) ৮০ টাকা, ৪৫ টাকার গাজর ৭০ টাকা, ৪৫ টাকার ঢেঁড়স ১০০ টাকা, কাঁচা কলা ২৫ টাকা বেড়ে ৪০ টাকা, ৬৫ টাকার বরবটি ১০০ টাকা, ৫০ টাকার কচুর লতি ৮৫ টাকা, ৬০ টাকার উস্তি ৮০ টাকা, ৩০ টাকার পুঁইশাক ৬০ টাকা, ৩০ টাকার টমেটো ৭০ টাকা এবং ৪০ টাকার ঝিঙে ৯০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুলা বিক্রি হচ্ছে ৫০ টাকা কেজি দরে, আলতাপাটি আলু ২৫০ টাকা এবং প্রতি কেজি কাঁঠাল বিক্রি হচ্ছে ১২০ টাকা দরে।

সবজি ক্রেতা স্বপন আলী বলেন, “বাজারে এখন কিছুই কেনার মতো অবস্থা নেই। যে বেগুন সপ্তাহখানেক আগে ৩০-৪০ টাকা কেজি ছিল, এখন ১২০ টাকা। পটলও গত হাটে ৩০ টাকায় কিনেছি, আজ ১০০ টাকা।”

আরেক ক্রেতা রাসেল আহমেদ বলেন, “পাম্পে তেল কম পাওয়া যাচ্ছে এই অজুহাতে সব ধরনের সবজির দাম বেড়েছে। ৫০ টাকার নিচে কোনো সবজি নেই। পুঁইশাকও ৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আমরা গরিব মানুষ, খাবো কী?”

সবজি বিক্রেতা সামসুল হক বলেন, “আমরা আড়তে গিয়ে দেখি সব সবজির দাম বাড়তি। তারা বলছে তেল সংকটের কারণে পরিবহন খরচ বেড়েছে। আমরা যেমন দামে কিনি, তেমন দামে বিক্রি করি।”

আরেক বিক্রেতা নবীর আলী বলেন, “গত হাটে যে পটল ৩৫ টাকায় কিনেছি,

আজ পাইকারি কিনতে হচ্ছে ৮৫ টাকায়। বেগুনও আগের ৪০ টাকার জায়গায় এখন ৯০ টাকায় কিনতে হচ্ছে।”

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার আলী বলেন, জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিয়মিত বাজার মনিটরিং করা হচ্ছে। কেউ যদি সিন্ডিকেট করে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে অনৈতিক সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করে, তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।